যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

AUG 28 2002

রাবিতে শিবিরের হামলায় ছাত্র জোটের ২৫ নেতাকর্মী আহত

ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট : নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল

রাজশাহী ব্যুরো

মঙ্গলবার সকালে ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হামলায় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ১১ জন নেত্রীসহ অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ধর্মঘট চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রক্টর এবং একজন সহকারী প্রক্টরের উপস্থিতিতে শিবির ক্যাডাররা এই হামলা চালায় বলে জোটের নেতারা মঙ্গলবার বিকালে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন। এ হামলার প্রতিবাদে ছাত্রঐক্য বিকালে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল এবং আজ বুধবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বুয়েটের ছাত্রী সনির খুনি মুকি ও টগরসহ সব সন্ত্রাসীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং বুয়েটে আন্দোলনকারী ১২ ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোট মঙ্গলবার সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এরই অংশ হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রগতিশীল ছাত্রজোট সকাল থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। সকাল সোয়া ৯টায় ক্যাম্পাসে শিবির ক্যাডাররা প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থানকারী ধর্মঘটকারীদের ক্যাম্পাস থেকে চলে যাওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা সিদ্ধান্তে অটল থাকলে শিবির ক্যাডাররা পরিবহন দফতরে গিয়ে কর্মকর্তাদের বাস চালানোর নির্দেশ দেয়। এ সময় কর্তৃপক্ষ বাস চালানোর চেষ্টা করলে ধর্মঘটকারীরা প্রশাসন ভবনের সামনের রাস্তায় শুয়ে পড়ে বাসের গতিরোধ করলে শিবির ক্যাডাররা তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় শিবিরের হামলায় ১১ জন নেত্রীসহ অন্তত ২৫ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে সীমা, মিনা, মাসুমা, বুপাশা, তানজিনা, নূরানী, মনিষা, স্মৃতি, নূপুর, নিশাত, তিথি, লিটন, পুলক, শিপলু, টিটু, জয়সহ আহত অন্যদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নূরুল আবসার ও সহকারী প্রক্টর শরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন বলে জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রক্টর নূরুল আবসার জানিয়েছেন, প্রশাসন থেকে বাস চালানোর নির্দেশ ছিল না। শিবির নিজ উদ্যোগে বাস চালিয়েছে। ঘটনাস্থলে তিনি ছিলেন না। শিবিরের হামলার ঘটনা তিনি অস্বীকার করে বলেন, একটু হাতাহাতি হতে পারে।